ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 26 2000
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

45

# কুমিল্লার রামমালা গ্রন্থাগার

শান্তনু হাসান খান

মানব জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশ ও জনগণের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন দানবীর স্বর্গীয় মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য তাদের অন্যতম। কঠোর শ্রম, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস এবং মহৎ আদর্শের ওপর নির্ভর করে তিনি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে জীবন সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একদা কঠোর দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া করার সুযোগ না পেয়ে পরবর্তী সময়ে অর্থ উপার্জন করে দেশের দরিদ্র জনগণের জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করে মানবের তথা দেশের সেবা করে গেছেন। এই পুণ্যলোক মহাপুরুষ কুমিল্লা জেলার (সাবেক ত্রিপুরা), অধুনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানাধীন বিটঘর গ্রামে ১২৬৫ বঙ্গাব্দে ১৭ অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরদাস তর্ক সিদ্ধান্ত সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মাতা স্বর্গীয় রামমালা দেবী দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ সাধ্বী নারী ছিলেন। পিতা-মাতার সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে সবচেয়ে বেশি।

মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য তার উপার্জিত অর্থ দেশ ও জনগণের সেবায় ব্যয় করে আমাদের সকলের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা অনন্য। 'রামমালা গ্রন্থাগার' তার অমর কীর্তির মধ্যে অন্যতম। ১৯১২ সালে জ্ঞানীগণের তথা এতদাঞ্চলের জ্ঞানপিপাসুগণের গবেষণার সুবিধার্থে রামমালা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। মফস্বলের গবেষকগণের দরিদ্র ছাত্রদের কল্যাণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে এর তিনটি বিভাগ চালু আছে, যেমন-১. গবেষণা বিভাগ, ২. সাধারণ বিভাগ ও ৩. পুঁথি বিভাগ। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, সাধারণ পাঠকের জন্য জীবন চরিত্র, উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। পুঁথি বিভাগে প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি আছে।

রামমালা গ্রন্থাগার ভবন

পাঠকগণের কাছ থেকে কোনোরূপ ফি বা অর্থ গ্রহণ করা হয় না। যেকোনো পাঠক ও গবেষকই গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করতে পারেন। এটা সকলের জন্য উন্মুক্ত। বর্তমানে পুঁথি বিভাগের অমূল্য পুঁথিসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইক্রোফিল্ম করে রাখছে। এটা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রামমালা গ্রন্থাগারের অবদান অসীম।

কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে শাকতলা নামক স্থানে মূল রামমালা গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৫ সালে সুদৃশ্য এই ভবনে রামমালা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলের এক

বিরাট ঘটনা। শান্ত নিবিড় পল্লীর কোল আলো করে জ্বলে ওঠে জ্ঞানের আলো। এই গ্রন্থাগারে পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় রামমোহন চক্রবর্তীসহ অনেক জ্ঞানী-গুণী অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন। জ্ঞানের আলোতে মনের অন্ধকার দূর করে চিরসুন্দর হয়ে সমাজ ও দেশের জনগণের মহান সেবায় ব্রতী বিদ্যার্থী ও গবেষকগণ এই রামমালা গ্রন্থাগারে আসেন।

স্বর্গীয় মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য চিন্তা করলেন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করলে শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার হবে। মানুষ জ্ঞানের মাধ্যমে পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে পারবে। গ্রন্থাগারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা সর্বদা অমূল্য ধন বিতরণ করে কিন্তু কখনো কোনো কিছু প্রত্যাশা করে না। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনায় মানুষের ভ্রান্তি দূর হয় এবং জ্ঞানের শান্ত ছায়ায় মানুষ চির প্রশান্তি লাভে সমর্থ হয়।

গবেষণা বিভাগে ইসলাম ধর্ম দর্শন, বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন, খ্রিস্টান ধর্ম দর্শন ও সনাতন ধর্ম দর্শন এবং অপরাপর ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ আছে। তাছাড়া ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য ও দর্শনের গ্রন্থ আছে।

সাধারণ বিভাগে ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ পাঠকের উপযোগী জীবনী গ্রন্থ, ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা আছে।

পুঁথি বিভাগে সনাতন ধর্ম ও দর্শনের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ ও সংস্কৃতি বিষয়ক হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অর্থের বিনিময়ে এই পুঁথি সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে তৎকালীন সরকার রামমালা গ্রন্থাগারসহ প্রতিষ্ঠানটি রিকুইজিশন করে নেয়। তার ফলে সুদৃশ্য 'রামমালা গ্রন্থাগার ভবন' কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমানে স্বল্প পরিসরে রামমালা গ্রন্থাগার তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।